[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible] FSIB MSO D- [illegible], [illegible]- 021912200007019[illegible]

আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি

ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মুজিবনগরে দাড়িপাল্লার পক্ষে নারী প্রচারণায় বাধা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে দাড়িপাল্লার প্রার্থী তাজউদ্দীন খানের পক্ষে নারী ভোটারদের প্রচারণা কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে ১১ দলীয় জোটের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দ দাড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে গেলে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী এতে বাধা দেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যতারপুর গ্রামের মো. সাগর (পিতা: টগি বিশ্বাস), মো. সাব্দার (পিতা: পাঞ্জু বাঘ), মো. ইশাদুল (পিতা: ইয়াজউদ্দীন), মো. সাবু (পিতা: কছি হাজি), মো. কালু বিশ্বাস (পিতা: মাদার আলী বিশ্বাস)সহ আরও কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যারিকেড দিয়ে প্রচারণাকারীদের আটকিয়ে রাখেন এবং গালিগালাজ করেন।

পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দীর্ঘ সময় পর একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অভিযোগ রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও অভিযুক্তরা অশালীন আচরণ ও গালিগালাজ করতে থাকেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা খানজাহান আলী। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করার এমন ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ঝিনাইদহের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকের সহযোগিতা, কৃষিভিত্তিক এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে টাকা না দেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের নার্সারি নিজের দেখিয়ে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার হাতিয়ে নেয় প্রতারক ইদ্রিস আলী। সে সময় স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও কৃষি সংগঠনগুলো তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেটাকেই পুঁজি করে শুরু হয় তার প্রতারণা।

কিছুদিন পর তিনি ‘কৃষক কল্যাণ সংস্থা’ নামে কৃষিভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ জন যুবক-যুবতীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে জমি লিজ নিয়ে সেই জমি বন্ধক রাখার অভিযোগও রয়েছে।

ভুক্তভোগী আসাদুজ্জামান খান লাবু বলেন, আমার কাছ থেকে ১৫ বছর আগে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়েছিল ইদ্রিস আলী। শুরুর দিকে লিজের টাকা

দিলেও পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আমার জমি অন্য কৃষকের কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন আমি জমিও পাচ্ছি না, আবার টাকাও পাচ্ছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লক্ষীপুর জমাদ্দার পাড়ায় জৈব সার কারখানা তৈরি করেছেন ইদ্রিস আলী। সেই কারখানায় মোট ৪ জন শেয়ার রয়েছে। ৩ জনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করলেও এখন সকল মুনাফা একাই ভোগ করছেন। মূলধনের টাকা ফেরত চাইলে উল্টো থানায় অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন।

দ্রুত এই প্রতারকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলীকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসডিসির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে প্রশাসন

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশের পর অভিযুক্ত এনজিও সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (এসডিসি) বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খাইরুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে তদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অভিযোগকারীদের সাথে কথা বলা হয়েছে, তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এদিকে, অভিযোগকারী রোকেয়া খাতুন ও তার স্বামী কাজী মঈন উদ্দিনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের এখনো নতুন ঋণ দেওয়া হয়নি। অথচ সংবাদ প্রকাশের কয়েকদিন আগে এসডিসির মেহেরপুর শাখার

ব্যবস্থাপক জিনারুল ইসলাম বলেছিলেন, সপ্তাহখানেক পর তাদের ঋণ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন ছাপা ও অনলাইন সংস্করণে এসডিসির বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদ পাঠকদের জন্য পুনরায় তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুরের বাড়াদী বাজারের ব্যবসায়ী রোকেয়া খাতুন সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) মেহেরপুর শাখার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানে অনিয়ম, জোরপূর্বক পণ্য বিক্রি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

অভিযোগে রোকেয়া খাতুন উল্লেখ করেন, তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এসডিসি মেহেরপুর শাখা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তবে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি টেলিভিশন ও একটি ওয়াটার হিটার কিনতে বলেন। পণ্য দুটির মূল্য ধরা হয় ৫৪ হাজার টাকা, যা বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে দাবি তার।

ঋণমূল্য ও পণ্যমূল্য মিলিয়ে তার নামেই মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়।

রোকেয়া খাতুন অভিযোগ করেন, এসডিসির ম্যানেজার জিনারুল ইসলাম তাকে আশ্বাস দেন ঋণের টাকা সুদসহ অগ্রিম পরিশোধ করলে তাকে পুনরায় নতুন লোন দেওয়া হবে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ধার-দেনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন।

কিন্তু টাকা পরিশোধের দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও তাকে নতুন লোন দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর ফলে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি অভিযোগে করেছেন।

এদিকে, এ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন এসডিসির মেহেরপুর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সময় কোন না কোন ইলেকট্রিক পণ্য জোর করে দেওয়া হচ্ছে। অফিসের একটি কক্ষ

শুধুমাত্র এসকল মালামালের স্টোর হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসডিসির মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার জিনারুল ইসলামের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার সাথে এ ব্যবসা করার কোন অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি একদিন পর লাইসেন্স সহ কাগজপত্র মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে পৌছে দেওয়ার কথা দিলেও তিনি তা দেননি।

এ ব্যপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, এসডিসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে এসডিসি এনজিও’র বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

মেহেরপুরের বাড়াদী বাজারের ব্যবসায়ী রোকেয়া খাতুন সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) মেহেরপুর শাখার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানে অনিয়ম, জোরপূর্বক পণ্য বিক্রি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

অভিযোগে রোকেয়া খাতুন উল্লেখ করেন, তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এসডিসি মেহেরপুর শাখা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তবে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি টেলিভিশন ও একটি ওয়াটার হিটার কিনতে বলেন। পণ্য দুটির মূল্য ধরা হয় ৫৪ হাজার টাকা, যা বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে দাবি তার।

ঋণমূল্য ও পণ্যমূল্য মিলিয়ে তার নামেই মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়।

রোকেয়া খাতুন অভিযোগ করেন, এসডিসির ম্যানেজার জিনারুল ইসলাম তাকে আশ্বাস দেন ঋণের টাকা সুদসহ অগ্রিম পরিশোধ করলে তাকে পুনরায় নতুন লোন দেওয়া হবে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ধার-দেনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন।

কিন্তু টাকা পরিশোধের দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও তাকে নতুন লোন দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর ফলে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি অভিযোগে করেছেন।

এদিকে, এ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন এসডিসির মেহেরপুর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সময় কোন না কোন ইলেকট্রিক পণ্য জোর করে দেওয়া হচ্ছে। অফিসের একটি কক্ষ শুধুমাত্র এসকল মালামালের স্টোর হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসডিসির মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার জিনারুল ইসলামের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার সাথে এ ব্যবসা করার কোন অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি একদিন পর লাইসেন্স সহ কাগজপত্র মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে পৌছে দেওয়ার কথা দিলেও তিনি তা দেননি।

এ ব্যপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, এসডিসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালন

‘নারীর জন্য রাজনীতি করি, সহিংসতা রোধে একসাথে লড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি

পালিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ও ওয়েলফেয়ার এফোর্টস। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনীপেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্য শরিফা খাতুন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, উই এর প্রজেক্ট অফিসার রশিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা নারীদের প্রতি সহিংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বেলগাছি এলাকার ভুক্তভোগী মিঠু আলী। এ ঘটনায় তিনি সোমবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত অভিযোগ করেন।

মিঠু আলী জানান, বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ১০৪৪ ও খারিজ খতিয়ান নং ২৫–৭৭১৯–সহ একাধিক দাগে মোট ৩.৫২ একর জমি তাঁদের পারিবারিক সরিকানা অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখলে রয়েছে। এই জমির ওয়ারিশসূত্রে তাঁরা আটজন অংশীদার।

তিনি আরও বলেন, আরএস ১০৪৪ নং খতিয়ানে মৃত কুবের মন্ডলের ছেলে ওমর আলী ও ঝুমর আলীর অংশ ছাড়াও শহিদুল, ঝড়ি বিবি, শাহেদা খাতুন, কফিরন নেছা, আফিরন নেছা ও রুপজান নেছার নাম নিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে খারিজ খতিয়ান ২৫–৭৭১৯–এ বিপ্লব হোসেন গং-এর নাম রয়েছে।

মিঠু আলীর অভিযোগ, ২০১১ সালে একই এলাকার শাহিন রেজা গোপনে আফিরন নেছার কাছ থেকে ১৬ শতক সরিকানা জমি ক্রয় করেন। পরে তিনি আদালতে দখলে পিটিশন মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তের দায়িত্ব পান আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হক। চলতি বছরের ২৮ আগস্ট সরেজমিন তদন্তে গেলে ভূমি কর্মকর্তা তাঁদের বা অন্যান্য অংশীদারদের না জানিয়ে একতরফাভাবে তদন্ত পরিচালনা করেন এবং প্রতিবেদন আদালতে পাঠান। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত বিবাদীপক্ষকে আবাদি ফসল (ধান) কেটে নেওয়ার অনুমতি এবং আগামী ৩০ নভেম্বর দুই পক্ষকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

মিঠু আলী অভিযোগ করেন, ভূমি কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণেই আমাদের বৈধ জমি অন্যপক্ষ কেটে নিচ্ছে। এতে আমরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছি।যাহাতে পূন:তদন্ত করে আমার জমির ফলানো ফসল ফিরে পাই এবং সুস্থ তদন্তের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সঠিক বিচার পাই তার জন্য আলমডাঙ্গা ভূমি কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

গাংনীতে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সপ্না খাতুন।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন। এইভাবে আসামী আমাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতো। শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষণ করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছি। মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন।

স্থানীয় ও এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অপকর্ম আড়াল করতে নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে সে পলাতক রয়েছে। তার বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী ইতোমধ্যে মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্বারকলিপিও দিয়েছে। এঘটনায় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ রাজু মাষ্টারকে সাময়িক বরখাস্ত করলেও দাবি উঠেছে স্থায়ী বহিষ্কারের।

এবিষয়ে কথা বলতে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্ত ভাইরাল হওয়া প্রধান শিক্ষক রাজু মাষ্টারের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে বন্ধ পাওয়া যায়।

মামলার আইনজীবি শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন বলেন, বিজ্ঞ মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ মামলাটি এফআইআর (নথিভুক্ত) করতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত

কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল বলেন, আদালতের নির্দেশের কাগজপত্র এখনও থানায় আসেনি। আসলে মামলা রেকর্ড করে তদন্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলানো হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির নেতা কামাল উদ্দিন।

তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণার অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন গতকাল রবিবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে কামাল উদ্দিন বলেন, তিনি বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে আসছেন, যার ফলে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় জামায়াতপন্থি একটি চক্র তাঁর জনপ্রিয়তা ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ওই চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও কুরুচিপূর্ণ তথ্য প্রচার করছে।

কামাল উদ্দিন বলেন, এই অপপ্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ইতোমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার

[illegible]

[illegible]